এবার কৈফিয়তের জবাব
আবুসাইদ মাহফুজ

আমার মনে হয় এবার কৈফিয়তের উত্তর দেয়ার সময় এসেছে। বেশ কিছু দিন আগে 'যায় যায় দিনে' আমেরিকার লস এঞ্জেলস থেকে জনাব কুদ্দুস খানের লেখা একটা কৈফিয়ত ছাপা হয়েছে। জনাব কুদ্দুস খানের লেখার শিরোনাম ছিল 'এবার কৈফিয়ত'। আর তাঁর লেখার প্রথম বাক্যটি ছিল, "আমার মনে হয়, এবার কৈফিয়ত দেয়ার সময় এসেছে"। লেখাটা পড়েই জনাব খান সাহেবের কৈফিয়তের একটা জবাব দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করেছিলাম। তাই তাঁর লেখাটা যায় যায় দিন থেকে সযত্নে জমা (সেইভ) করে রেখেছিলাম।

প্রায় একমাস হয়ে গেল, মনে হয় আরেকটু বেশী ও হতে পারে। কিন্তু জবাবটা লেখা হলোনা, আমার আশে পাশে বসবাসরত বন্ধুরা যারা আমার ব্যাস্ততা আর ব্যাক্তিগত সমস্যাসমূহ সম্পর্কে অবগত তারা অবশ্যই জবাবটা এতদিনেও না লিখতে পারার জন্য প্রশ্ন করবেন না। কিন্তু নিজের বিবেক এবং চেতনা বারবারই আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে, কম্পিউটারের কী-বোর্ডে হাত দেয়ার জন্য। (আজকের যুগে তো আর কলম দিয়ে লেখা হয়না যে কলম ধরবো। কী-বোর্ডটাই এ যুগের কলম।)

জনাব কুদ্দুস খান আমার অনেকদিনের কলমী বন্ধু, বা কলমী সহযোদ্ধা। আরেকটু আধুনিকায়ন করে বলতে গেলে বলতে পারি ইন্টারনেট বন্ধু। খান সাহেব ভিন্নমত নামক একটি ওয়েব সাইট সম্পাদনা করেন। আর আমি বাংলা আমার নামক ওয়েব সাইট, এবং ম্যাগাজিন আকারে ছাপানো কাগজে প্রকাশিত মাসিক বাংলা আমার পত্রিকার সম্পাদনার কাজ করি। খান সাহেবের লেখার সাথে অনেকদিন থেকেই আমার পরিচয়। তাঁর অনেক লেখাই পড়েছি। তাঁর লেখা থেকে এবং সম্পাদনার প্রকৃতি থেকে, তাঁর দর্শন, বিশ্বাস বা দৃষ্টিভংগি সর্ম্পকে মোটামুটি একটা ধারনা পেয়েছি। তাছাড়া তাঁর সম্পাদিত ভিন্নমত ওয়েব সাইট যেহেতু কিছুটা বিতর্ক প্রতিযোগীতাধর্মী প্লাটফর্ম, তাই ঐ বিতর্ক প্রতিযোগীতা কোন কোন লেখকের লেখা সম্পাদক জনাব কুদ্দুস খানের দৃষ্টিতে মানোন্নীত না হওয়ায় বা তাঁর পছন্দ হয়নি বলে তিনি ছাপেন নি বলে কয়েকজন লেখক অভিযোগ করে তাঁদের লেখা আমার কাছে পাঠিয়েছেন বাংলা আমারে ছাপানোর অনুরোধ করে। আমি তখন লেখকের মন্তব্য এবং অনুরোধের দাঁড়ি কমাসহ লেখাগুলি ছাপিয়ে দিতাম বাংলা আমার ওয়েব সাইটে। এজন্য হয়তোবা জনাব কুদ্দুস খান আমার উপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ক্ষুব্ধ হয়েছেন এজন্য ভাবছি যে, একসময় ভিন্নমত ওয়েব সাইটে বাংলা আমার ওয়েব সাইটের লিংক ছিল। উপরোক্ত ঘটনার পর ভিন্নমত থেকে বাংলা আমার ওয়েব সাইটের লিংক উবে যায়। অবশ্য তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বাংলা আমার ওয়েব সাইট থেকেও ভিন্নমত ওয়েব সাইটের লিংকও উধাও হয়ে যায়। অবশ্য জনাব কুদ্দুস খান আমার উপর বিরক্ত হবার আরেকটি কারণ থাকতে পারে। জনাব কুদ্দুস খান সহ এরকম আরো অনেকের দৃষ্টিতে আমি একজন গোঁড়া মৌলবাদী। ভিন্নমতে নিয়মিত লেখেন এমন দু'একজন তো ভিন্নমতের সমগোত্রীয় কোন কোন ওয়েব সাইট এবং ই-মেইল গ্রুপে আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে ও কসুর করেন নি।

মুক্তমনা নামক এমন এক ওয়েব সাইট ভিন্নমতের এক লেখিকা আমার বিরুদ্ধে কিছু লেখা লেখি করলে তখন (সুনি) বা স্টেইট ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক থেকে জনৈক পাঠক আমাকে অনুরোধ করেন ঐ লেখিকার বিরুদ্ধে কলম ধরতে, আমি আমার শুভাকাংখী সুনীর ঐ লেখককে লিখলাম যে, এসব বিরুদ্ধে লেখালেখি, উত্তর আর পাল্টা উত্তর দিয়ে নষ্ট করার মত সময় আমার নাই।

সে যাক, এ প্রসঙ্গ গুলো আজকের এলেখায় এখানে টানার একমাত্র কারণ হলো, জনাব কুদ্দুস খান তাঁর ঐ কৈফিয়তের এক পর্যায়ে লিখেছেন যে, তাঁর এই উদ্যোগ (সম্পাদনা এবং লেখনী উদ্দেশ্য হলো), তাঁর ভাষায়, "আমার শুধু একটাই আশা, মুসলমানদের মধ্যে যদি একটু টলারেন্স হয়, যদি ভিন্ন সংস্কৃতির লোকদের কথা শোনার এবং নিজেদের কথা বলার প্রবণতাটা একটু বাড়ে.."। জনাব খান সাহেবের উপরোক্ত মন্তব্যের সাথেই আমার চরম

আপত্তি। জনাব কুদ্দুস খান সেখানেই থেমে থাকেন নি, তিনি নিজে লিখেছেন এবং বড়ুয়া নামের অন্য একটি ইসলাম বিদ্বেষী এমন এক লেখা ছেপেছেন যে লেখার শিরোনাম ছিল ”বাংলাদেশ কখনো শিল্পোন্নত হবে না”। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, ”মুসলমানর মোটেই সহনশীল নয়। সহনশীলতা, পরিবেশ সৃষ্টি মুসলমানদের জন্য আসেনি”।

ভিন্নমতের সম্পাদক জনাব কুদ্দুস খান এবং ঐ সমস্ত ইসলাম বিদ্বেষী লেখা সমুহের প্রতি উত্তরে আমি এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করবো যে, খান সাহেবদের মন্তব্যগুলি সম্পূর্ণ ভুল। আমি খান সাহেব এবং তাঁর সমগোত্রীয়দেরকে এটাই দেখাতে চেষ্টা করবো যে, মুসলমানদের টলারেন্স খান সাহেবদের চে' কোন অংশে কম নয়। বরং বেশীই হতে পারে। খান সাহেব অন্যত্র লিখেছেন, ”আমি জানি, আমার ভিন্নমত এবং এই লেখা মেইন স্ট্রিমের মুসলমানরা পড়বেন না।” উমমম.. খান সাহেব, তথ্যটা সম্ভবত ঠিক দিলেন না। আমরা অনেকেই আপনার ভিন্নমত নিয়মিত ভ্রমণ করি এবং আপনাদের লেখাগুলো মনোযোগ দিয়েই পড়ি। আর আপনি তো কয়েকজন লেখককে চেনেনই যাঁরা আপনার ওয়েব সাইটে লেখেন ও তাঁরা মেইন স্ট্রীম মুসলমান ও। যদি ও তাঁদের কেউ কেউ হতাশ হয়ে আপনার ওয়েব সাইট থেকে বেরিয়ে পড়ে নিজেরা আবার নিজস্ব ওয়েব সাইট চালু করেছে।

জনাব কুদ্দুস খান সাহেব, ব্যাক্তিগতভাবে আপনি বা আপনার ওয়েব সাইট সর্ম্পকে কোন মন্তব্য করার প্রয়োজন আমার পড়তো না যদি আপনি মুসলমানদের সর্ম্পকে একটা পক্ষপাতদুষ্ট মন্তব্য না করতেন। শুধু তাই নয় আপনার ওয়েব সাইটে যতগুলো লেখা প্রকাশিত হয় তার বেশীর ভাগই সমগোত্রীয়। আপনার নিজের লেখা পড়ে এবং আপনার সম্পাদিত ম্যাগাজিনে প্রকাশিত লেখাগুলি পড়ে একজন পাঠকের মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, আপনি বা আপনারা যারা নিজদেরকে মুক্তমনা বা খোলা মনা দাবী করেন তাঁরা খোলা মনা নন। বরং আপনার লেখা পড়ে এবং সম্পাদনার ধরন দেখে ব্যাক্তিগতভাবে আমার ধারনা হয়েছে যে, মুসলমানদের সম্পর্কে আপনা সুধারণা নেই। ইসলাম বা মুসলমান সম্পর্কে আপনার ধারণা বা জ্ঞান হলো আপনার নিজস্ব পরিমন্ডল। আপনি আপনার দাদীকে অথবা গ্রাম্য অশিক্ষিত বৃদ্ধকে যেভাবে ধর্ম পালন করতে দেখেছেন সেটাকেই আপনি ইসলাম মনে করে বসে আছেন। আপনার লেখাসমুহ পড়ে আমার কাছে আরো মনে হয়েছে আপনি আমেরিকার খুব ভক্ত। আমেরিকার ভক্ত বা অন্ধ ভক্ত হয়ে আপনি ভুল করছেন নাকি শুদ্ধ করছেন সে মন্তব্য এ মুহূর্তে আমি করছিনা। আমি শুধু আপনার লেখা পড়ে একজন পাঠক বা পর্যালোচক হিসেবে আপনার সর্ম্পকে আমার যে ধারনা জন্মেছে তাই ব্যাক্ত করছি, আর এটা এজন্যই করছি যে, আপনি নিজে যে নিরপেক্ষ বা মুক্তমনা নন তার প্রমাণ পেশ করার জন্য। মুসলমানদের সম্পর্কে আপনি যে মন্তব্য করেছেন তা ঠিক নয়। আমি একজন মুসলমান, সেটা আমার লেগেছে এবং আমি জানি আপনি ভুল মন্তব্য করেছেন। নিরপেক্ষ বলতে কিছু নেই। যাঁরা নিজদেরকে নিরপেক্ষ দাবী করে, তারা হয়তো ভুল বলছে অথবা মিথ্যা বলছে।

আপনি বলেছেন মুসলমানদের টলারেন্স কম। বলুনতো কথাটা কিভাবে বললেন?? মুসলমানরা যখন স্বাধীনতা চায় তখন আপনারা এবং আপনাদের গুরুদের দৃষ্টিতে তা হয় সন্ত্রাসবাদ কিন্তু যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধের কেউ দাঁড়ায় তখন আপনাদের গুরুরা তাকে বীর হিসাবে ঘোষনা দেয়। খান সাহেব, বড়ুয়া সাহেব। ভারতের গুজরাটের নৃশংসতা, ইরাক এবং ইরাকের ব্যাপারে বিশেত্ব কোটি কোটি মানুষের প্রতিবাদ, ফিলিস্তিনে গনহত্যা, বসনিয়ায় নৃশংসতা, কসভোতে গনহত্যা। এসব শব্দের সাথে কি আপনারা পরিচিত? এসব ঘটনা যখন ঘটে তখন আপনারা কোথায় থাকেন। আমি জানি, আপনাদের এবং আপনাদের গুরুদের দৃষ্টিতে এরা সবাই সন্ত্রাসবাদী। এরা উগ্র। শুধু তাই নয়, আগামী ১০ বা ১৫ বছর পর এসব ঘটনা নিয়ে যে ইতিহাস লেখা হবে তাতে এদেরকেই সন্ত্রাসী, উগ্র, ধর্মান্ধ, প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে চিত্রায়িত করা হবে।

জনাব বড়ুয়া মালয়েশীয়ার উদাহরণ দিয়েছেন। বলেছেন যে, মালয়েশীয়ার অর্থনীতির প্রধান কারণ চায়নীজ বৌদ্ধরা। জনাব বড়ুয়া সাহেব, হ্যাঁ কথাটা ঠিক মালয়েশীয়ার অর্থনীতির পেছনে চায়নীজ বৌদ্ধদের ভুমিকা রয়েছে। যদিও আপনি তাদেরকে বৌদ্ধ পরিচয় দিয়ে পুলক পাচ্ছেন কিন্তু সম্ভবত আপনার জানা থাকার কথা যে, এসব চায়নীজদের

অনেকেই কনফুসিয়াস ধর্মাবলম্বী। সেই যাই হোক, তারা ঐ চায়নীজরা যে ধর্মেরই অনুসারীই হোক, কিন্তু স্যার, আপনার কথাটাই স্ববিরোধী হয়ে গেল না কি? আপনি বলেছেন, "মুসলমনারা মোটেই সহনশীল নয়।" মিঃ বড়ুয়া, মালয়েশীয়ার মুসলমানরা যদি সহনশীল না হতো তাহলে চায়নীজরা চায়না থেকে এসে মালয়েশীয়ার অর্ধেক দখল করে নিতে পারতো না। মালয়েশীয়ায় ব্যাবসা বানিজ্য করে কোটিপতি হতে পারতো না। সিংগাপুর একসময় মালয়েশীয়ারই অংগরাজ্য ছিল সেই সিংগাপুর চায়নীজ এমনভাবেই দখল করেছে যে, ১৯৬৪ সালে কোন প্রকার রক্ত আর যুদ্ধ ছাড়াই স্বাধীনতা পেয়ে যায়। মালয়েশীয়ার মুসলমানরা সহনশীল হবার কারনেই এত সহজে সিংগাপুর পৃথক হয়ে যেতে পারে।

জনাব কুদ্দুস খান, জনৈকা মারিয়া আল আমিনের কথা বলেছেন। মারিয়া আল আমিন সৌদি আরব গিয়েছিলেন স্কার্ট পরে আর পুলিশের কাছে তর্ক করার অপরাধে পুলিশ লাঠি পেটা করেছিল। আচ্ছা খান সাহেব, সৌদি বর্বরতার কথা আমরা জানি এবং স্বীকার করতে হবে। আরবরা চিরন্তনভাবেই গোঁয়ার জাতি। কিন্তু যেহেতু আপনি প্রশ্নটি সামনে এনেছেন আপনাকে প্রশ্ন করি। আপনি যদি কোন দেশে যান সে দেশের আইন মানা কি আপনার কর্তব্য নয়? মনে করুন আপনি আমেরিকায় এসেছেন, আমেরিকার কোন কোন আইন যদি আপনার ভাল না ও লাগে তথাপী আপনাকে আপনার আইন মানতে হবে না কি? আর আপনি যদি আইন অমান্য করে পুলিশের সাথে তর্ক জুড়ে দেন তখন পুলিশ আপনার সাথে কেমন ব্যাবহার করবেন বলে আপনি আশা করেন?

আপনি বা মারিয়া আল আমিন পছন্দ করেন বা নাই করেন সৌদি আরবে পোষাকের ব্যাপারে কিছু আইন বা নীতি রয়েছে। আপনার ভাল না লাগলে আপনি সৌদি আরব যাবেন না। কিন্তু সেদেশের আইন তো আপনাকে মানতে হবে। সর্বোপরি আমরা আসলে জানি না, প্রকৃতপক্ষে পুলিশের সাথে মারিয়া আল আমিনের কি হয়েছিল, পুলিশ কি আসলেই তাকে লাঠি পেটা করেছিল কিনা, যদি করে থাকে কেন করেছিল। মারিয়া আল আমিন আপনার মতই একজন ইসলাম বিদ্ধেষী লেখিকা সুতরাং তাঁর কথা সব কথা আমরা বিনা বিচারে মেনে নিতে পারিনা।

মারিয়ার সাথে আপনার ও দুঃখ, মারিয়াকে মালয়েশীয়ার পুলিশ তার ছেলে বন্ধুর সাথে একসাথে একরুমে থাকতে দেয়নি। জনাব খান সাহেব, আমার ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে যে, এই ছোট্ট বিষয়টা আপনার মাথায় ধরছেনা। মানুষের একেবারে সীমিত আকারের নৈতিকতাটা ও আপনাদের বরদাশত হলোনা। জনাব, কুদ্দুস খান, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, মালয়েশীয়া একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। একটা দেশে নীতি নৈতিকতার একটা সীমারেখা থাকা খুবই স্বাভাবিক। এই পাশ্চাত্যের দেশেও তো নৈতিকতার ব্যাপারে অনেক নিয়ম কানুন আছে। আছে কিনা বলুন? তাহলে মুসলমনাদের ব্যাপারে আপনাদের এত অভিযোগ কেন?? আপনি লিখেছেন, মারিয়া ১৭ টি মুসলিম দেশ ঘুরে, পাঁচ শ, পশ্চিমা মুসলিম ফ্যামিলির সাক্ষাতকার শেষে ওয়াশিংটন পোস্টে প্রতিবেদন লিখেছিলেন। হ্যাঁ, খান সাহেব কিচ্ছা তো সেখানেই। আপনাদের মত যুগে যুগে বহু মারিয়াই বহু প্রতিবেদন লিখেছে, আর পশ্চিমা মিডিয়া সেগুলো খুব সযত্নে ছেপেছে, আমার কাছে এটা আশ্চর্যের কিছু নেই। আমি আরো অনেক অনেক প্রতিবেদন বা উপন্যাসের কাহিনী আপনাকে দিতে পারবে যেগুলো পড়লে গা শিউরে উঠে। আমি জানি না আপনি নায়াল আস সা'দাবীর লেখা ফেরদাউস উপন্যাসের ইংরেজীতে অনুবাদ স্টোরি অফ জাহরা পড়েছেন কিনা। পারলে লাইব্রেরীতে খোঁজ নিয়ে উপন্যাসটা পড়ে নিবেন। এটা পড়লে হয়তো আপনার চোখে পানি এসে যাবে, মনে হবে মুসলমানরাতো আসলে পশু ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু খান সাহেব, সাথে সাথে এটা ও জানা দরকার যে, এসব লেখকরা কারা? এসব উপন্যাস কারা লেখেন, আর কারা লেখান, আর কারা এর সামগ্রিক অর্থ যোগান দেন। কারা এর পেছনে থাকেন।

খান সাহেব, আপনি লিখেছেন মুসলমানরা টলারেন্ট নয়। একটু নজর দিয়ে দেখুন তো আপনি কতটুক টলারেন্ট?? আপনার ওয়েব সাইটে যতগুলো লেখা আপনি ছাপেন তার শতকরা ৯৯ ভাগ ইসলাম বিরোধী। মাঝে মধ্যে দু'একজন মুসলমানকে বোকা সাজানোর জন্য আপনি দ'একটি ইসলামি লেখা ছাপালেও পরক্ষণেই তা তুলে নেন। এমন অনেক প্রমাণ আছে, অনেক নামকরা লেখক আপনার কাছে একাধিক লেখা পাঠিয়েছে কিন্তু আপনি তা ছাপেন নি কারণটা আপনিই জানেন। ঐ নামকরা লেখকের লেখা সম্ভবত আপনার দৃষ্টিতে মৌলবাদী মনে হয়েছে। আপনি

যদি এতই টলারেন্ট হন তবে জনাব সাইদুল ইসলামের লেখা আপনার সাইট থেকে উবে গেল কেন? সাইদুল ইসলামের লেখাগুলো রাতারাতি উবে যাবার কারণ এই নয়কি যে, সাইদুলের লেখাগুলো আপনার দৃষ্টিতে মৌলবাদী। অথচ আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, সাইদুল ইসলাম একজন পন্ডিত ব্যাক্তি। সাইদুল ইসলাম আসলেই একজন পন্ডিত ব্যাক্তি। অথচ তাঁকে ও আপনাদের সহ্য হলো না।

সাইদুল ইসলামের লেখার জবাবে আপনি বেশ কয়েকটি যুক্তিপুর্ণ লেখা লিখেছেন। যেগুলো এক দৃষ্টিতে বেশ মুখ রোচক। আমি আপনার লেখাগুলোর জবাব দিতে চিন্তা করছিলাম, সেজন্য লেখাগুলো আরেকবার পড়ার জন্য আপনার ওয়েব সাইটে গেলাম আর লেখাগুলো রাতারাতি উধাও। আপনি লেখাগুলো তুলে নিলেন। কারণ লেখাগুলোর মধ্যে ইসলামের গন্ধ আছে। তবে সাইদুল ইসলামের লেখা এবং আপনার লেখাগুলো পড়ে আমার যতটুকু মনে আছে সে প্রেক্ষিতে বলবো। আপনি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙি থেকে পুঁজিবাদের গুনগান গাইলেন। ভাল কথা আপনি তো পুজিঁবাদের শিষ্য তা তো আগেই বলেছি। শুধু পুঁজিবাদ নয়, আপনি হলেন আমেরিকার অন্ধ ভক্ত। আমেরিকার অন্ধ ভক্ত হয়ে আপনি ভুল পথে আছেন নাকি শুদ্ধ পথে আছেন সে মন্তব্যে এখন যাচ্ছি না। পাঠকরাই তা বিবেচনা করবেন। তবে আমি শুধু এতটুকুই বলবো। আপনি বলবেন পুঁজিবাদ ভাল, অন্যজন বলবে সমাজতন্ত্র ভাল আবার কেউ বলবে ইসলাম ভাল। যেমন আপনি এবং জাফরুল্লাহ সাহেব নিয়েছেন আমেরিকান পুজিঁবাদের পক্ষ। আর সেতারা হাশেম এবং অভিজিত রায় নিলেন সমাজতন্ত্রের পক্ষ আর বেচারা আবিদ, জিয়া, ফাহমিদা নিলেন ইসলামের পক্ষ। ভাল কথা, আপনারা তিন গ্রুপে তিন পক্ষ নিলেন। নিন ভাল কথা, যার যেটা ভাল লাগে, করুন। কিন্তু মুসলমানদেরকে কেন আপনি টলারেন্ট হবার উপদেশ দেয়া শুরু করলেন সেটাই আমার প্রশ্ন, অথচ এখানে ইনটলারেন্ট হলেন আপনারা। ব্যাপারটা কি? আপনারা সবাই ইসলামের নাম শুনলেই গা জ্বলে কেন?

ব্যাপারটা তাহলে আমিই বলি। জনাব কুদ্দুস খান, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার কিছু মুখরোচক যুক্তি প্রশংসনীয়। কিন্তু আপনার অবগতির জন্য বলছি। আপনারা কিছু লোক যে, ইসলামকে সহ্য করতে পারেন না এর পেছনে কারণ শুধু অর্থনৈতিক নয়। আপনি যুক্তি দেখাচ্ছেন মুসলমানরা পশ্চাৎপদ। কথাটা আসলে সেটা নয়। সমস্যাটা শুরু করেছে আপনাদের গুরু উইলিয়াম হান্টিংটন ক্ল্যাশ অফ সিভিলাইজেশন বইয়ের মাধ্যমে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙি থেকে আপনি বা জাফর সাহেব বলছেন আমেরিকা বা পুজিঁবাদ ভাল, সেতারা হাশেম বলবেন সমাজতন্ত্র ভাল, আবিদ বা জিয়া এসে বলবেন ইসলাম ভাল। আসলেই কোনটা ভাল বা ঠিক সে প্রসংগে আমরা পরে আসবো। কিন্তু আপনারা অনেকেই ইসলামের বিরুদ্ধে এত খড়গহস্ত কেন সে বিষয়টাই এখানে গুরুত্বপুর্ণ।

সম্মানিত সম্পাদক কুদ্দুস খান, একটা কথা আমাকে আজ আবারো বলতে হচ্ছে। আপনাদের ভাল লাগুক বা নাই লাগুক। ইসলাম নামের একটা বস্তু বা বিশ্বাস দেড় সহস্রাধিক বছর ধরে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের জেনে এবং মেনে এসেছে। এ সমস্ত কোটি কোটি মানুষকে আপনারা যদি অথর্ব ভেবে মনে একটু সুখ পান, ভেবে যান। চালিয়ে যান। ইসলাম নাম শুনলে যদি আপনাদের বিরক্ত লাগে, ক্রোধ আসে, তাহরে সরি বলা ছাড়া আর কিছুই করার নাই। আর আপনারা কেউ যদি মনে করে থাকেন যে, ইসলাম বা মুসলমানদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিবেন। আমাকে তাহলে বলতেই হবে, সরি বন্ধু আপনারা বোকার স্বর্গে বাস করছেন। ইসলাম আছে এবং থাকবে।

(চলবে)